যায়যায়দিন

তারিখ ...22 MAR 2012...
পৃ: ১১ কলাম ৫

### উপবৃত্তির টাকা কর্তনের অভিযোগ

# উলিপুরে স্কুলে তালা ঝুলিয়েছে শিক্ষার্থীরা

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) সংবাদদাতা

কুড়িগ্রামের উলিপুরে বজরা এল কে আমীন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ছাত্রছাত্রীদের উপ-বৃত্তির টাকা কর্তনকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বুধবার শ্রেণীকক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে এবং উপ-বৃত্তির টাকা ফেরতের দাবিতে পোস্টারিংসহ নানা কর্মসূচি পালন করছে। এ ছাড়া সহকারী প্রধান শিক্ষক রাশেদুল আমীনের বিরুদ্ধে নবম শ্রেণীর ছাত্র বায়জিদ ইসলামকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে।

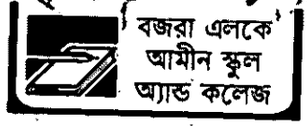

বজরা এলকে আমীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

জানা গেছে, উপজেলার এল কে আমীন স্কুল এন্ড কলেজে মঙ্গলবার, ষষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর মোট ৩৭৭ জন ছাত্রছাত্রীর উপবৃত্তির টাকা পায়। তাদের মধ্যে ১৬১ জন ছাত্রছাত্রীর উপ-বৃত্তির টাকা কর্তন করা হয়। ওই বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রাশেদুল আমীন ছাত্রছাত্রীদের বলেন, ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র প্রতি ৫০, ৭ম শ্রণীর ছাত্র প্রতি ৬০, ৮ম শ্রণীর ছাত্র প্রতি ৭০, ৯ম শ্রণীর ছাত্র প্রতি ৮০ এবং ১০ম শ্রেণীর ছাত্র প্রতি ১০০ টাকা কর্তন করে নেয়া হয়। ওই টাকা দেবে না মর্মে বিদ্যালয়ে ১০ম শ্রেণীর ছাত্র মাসুদুর রহমান, দুখু মিয়া, বায়জীদ ইসলাম প্রতিবাদ করলে সহকারী প্রধান শিক্ষক রাশেদুল আমীন তাদের মারধর করে শ্রেণীকক্ষ থেকে বের করে দেন। এদিকে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে উপ-বৃত্তির টাকা ফেরতের দাবিতে পোস্টারিংসহ নানা কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। প্রত্যক্ষদর্শী আইনুদ্দিন, শামসুল হক, আমীন উদ্দিনসহ অনেকে জানান, বজরা এলকে আমীন স্কুল এন্ড কলেজে উপ-বৃত্তির টাকা দেয়ার সময় কিছু টাকা কর্তন করা হয়েছে বলে তারা শুনেছেন। তারা আরো জানান, বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীরা তালা ঝুলিয়েছে ও পোস্টারিংও করেছে। ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র মাসুদুর রহমান জানান, শিক্ষক রাশেদুল আমীন ৬০, ৭০, ৮০ ও ১০০ টাকা করে কেটে নিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি অনেকেরই ৯৬০ টাকা পর্যন্ত কর্তন করেছেন। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ আহসান হাবিব রানা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, তারা কোনো টাকা কর্তন করেননি। তবে প্রতিষ্ঠানের এক অসুস্থ ছাত্রের চিকিৎসার জন্য সবার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ইউএনও শাহীনুর আলম জানান, বিষয়টি সম্পর্কে তার কাছে কেউ লিখিত কিংবা মৌখিকভাবেও অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।